‘স্বাধীন নির্মাতাদের নির্দলীয় হতে হবে’

—কাওসার চৌধুরী
চলচ্চিত্র নির্মাতা

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাইফুল হাসান

২০০০ : স্বাধীনতার ৩০ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তো এ রকম একটা ছবি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা এতো বছর পর আপনি কেন অনুভব করলেন?

কাওসার চৌধুরী : ছবিটি পুরো মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন নয়। আমার লেখাতেও বলেছি, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস অনাবিষ্কৃত। পুরো বিশ্বের ভালো নির্মাতারা আগামী ৫০ বছর চেষ্টা করলেও মুক্তিযুদ্ধের কত শতাংশ তুলে আনতে পারবে আমার সন্দেহ আছে। আমার ছবিটির সময়কাল ২৫ মার্চ রাত ১১.৪৫ থেকে ২৬ মার্চ সকাল ৮টা পর্যন্ত। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটি নির্মাণ করিনি। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯৩ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একটি মোমবাতি মিছিল শুট করতে যাই। সময়টা ২৫ মার্চ। মিছিলটা শহীদ মিনার থেকে শেষ হয়ে জগন্নাথ হলের গণকবরে এসে শেষ হয়। মিছিলে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন গোত্রের মানুষ এসেছিল। ঐ মিছিলেই একজন মা তার ছোট শিশুকে নিয়ে এসেছিল। এই মহিলার নাম নাজিয়া জাবিন। আমি নাজিয়া জাবিনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি বাচ্চাটিকে নিয়ে কেন মিছিলে এসেছেন। বাচ্চাটির হাতেও একটা প্রজ্বলিত মোমবাতি ছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ১৯৭১ সালে গণহত্যার সময় আমি আমার মেয়ের বয়সী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থাকতাম। ঐ দিন গোলাগুলির শব্দে আমি ভয়ে বাবার বুকের মধ্যে কুঁকড়ে ছিলাম। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আমি প্রচুর লাশ দেখেছি। আমি আমার বাচ্চাকে সেই রাতের কথা শোনাতে এসেছি। এই কথাটি আমাকে প্রচন্ড আলোড়িত করে। তখন মনে হলো এই কথা দিয়েই তো আমি একটি ছবি বানাতে পারি। নাজিয়া জাবিনের কথা আমার কাছে রেকর্ড করা ছিল। তার কথা অনুসারেই আমি ছবির নাম রেখেছি ‘সেই রাতের কথা বলতে এসেছি।’ উনি নতুন প্রজন্মের কাছে ২৫ মার্চের গণহত্যার কথা বলতে এসেছেন- এটাই আসলে ছবিটি নির্মাণ করতে উৎসাহিত করেছে। পরবর্তী দু’বছর গবেষণা করেছি। তারপর ২০০১ সালে ছবিটি নির্মাণের কাজ শেষ করি।

২০০০ : আপনার বয়স আর সময়কাল একটা নির্দিষ্ট সময়কে ইঙ্গিত করে। মুক্তিযুদ্ধে আপনিও হয়তো অংশগ্রহণ করেছেন। তো একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কি আপনার কোনো দায়বদ্ধতা ছিল?

কাওসার চৌধুরী : আমি ঐ অর্থে মুক্তিযোদ্ধা নই। আমার কাছে মুক্তিযোদ্ধা হলো তারা যারা অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছে। দেশের মধ্যে যারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন যারা দিয়েছেন তাদের আমি ছোট করে দেখি না। আমার বড় দু’ভাই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আমি দু’একটা অপারেশনেও অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু ঐ অর্থে লিগ্যাল মুক্তিযোদ্ধা আমি নই। তাই বলে মোটেও আমি নিজের দায় থেকে নিষ্কৃতি চাচ্ছি না। নাজিয়া জাবিনের কথাগুলোই আমাকে ছবি বানাতে উৎসাহিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ছবি বানাবো- এমন পরিকল্পনা ছিল না। আমি বলেছি মুক্তিযুদ্ধ বিশাল ব্যাপার। আমি আসলে ছোট একটা ঘটনা খুঁজছিলাম। যার মাধ্যমে পুরো মুক্তিযুদ্ধের হত্যাকান্ডের একটা বিবরণ পাওয়া যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটিকে আমি স্যাম্পান হিসেবে দেখি!

২০০০ : আপনার যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ নেই, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা উঠে এসেছে। তো আপনি কি পরবর্তী প্রজন্মের সামনে গণহত্যার নৃশংস রূপটা তুলে ধরতে চেয়েছেন?

কাওসার চৌধুরী : ভালো প্রশ্ন। মুক্তিযুদ্ধকে আমি দু’ভাবে দেখি। একটা দিক হলো মুক্তিযুদ্ধকালীন জনগণের দুর্বিষহ সময়। অন্যটিকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পেশাদার একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের স্বজনদের প্রতিরোধ। এটা আমার কাছে ভীষণ গর্বের। মুক্তিযুদ্ধ আমার কাছে বেদনা ও আনন্দের আতিশয্য। আগামীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব নিয়ে একটা ছবি বানাবো। ‘সেই রাতের কথা বলতে এসেছি’ ছবিটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অংশ। ছবিটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাউকে উসকে দেবার জন্য বানাইনি। ছবিটি দেখার পর যদি কারও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণার জন্ম হয় তার জন্য আমি দায়ী নই। বরং এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তারা দায়ী।

২০০০ : ছবিটি বানানোর পর দর্শকদের কাছ থেকে রেসপন্স

কেমন পেয়েছেন?

কাওসার চৌধুরী : খুব ভালো। মুক্তিযুদ্ধ যারা দেখেছে তাদের কাছে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। নতুন প্রজন্ম বিস্মিত হয়েছে। অনেককে দেখেছি চোখের পানি মুছতে মুছতে অডিটোরিয়াম ছেড়ে বেরিয়েছে। আসলে ঘটনাটি এমন যার সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্ব আর জাতির জন্য অসম্ভব বেদনাদায়ক সম্পর্ক রয়েছে। যদিও কাউকে কাঁদানো আমার উদ্দেশ্য নয়।

২০০০ : এমন কোনো রেসপন্সের কথা বলবেন, যা দেখে আপনি আবেগাপ্লুত হয়েছেন?

কাওসার চৌধুরী : অনেকগুলো ঘটনা এমন বলা যায়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটি শোতে রেনুবালা দে'কে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলাম। আমার সহকারী রুহুল তাপস তাকে এনেছিলো। সে আর কোনো শোতে আসেনি। প্রদর্শনী শেষে রেনুবালা দে'কে সামনে রেখে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া পর্ব চলছিল। পরের ঘটনা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো জানি না। তবে একজন দর্শক রেনুবালার সঙ্গে কাঁদছিলো এবং তার সঙ্গে আরও অনেকে। আমিও কেঁদেছিলাম। আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। তখন সবে মাত্র পাকিস্তানি জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বাংলাদেশ থেকে ফিরে গেছেন। তিনি ১৯৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনীর বাড়াবাড়িকে ভুলে যাবার পরামর্শ দেন। বেঙ্গল গ্যালারিতে সে সময় ছবিটি প্রদর্শিত হচ্ছিল। শোতে আমি বুদ্ধিজীবীসহ অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলাম। ছবির শেষে প্রতিক্রিয়া জানাতে মঞ্চে আসেন শহীদ সাংবাদিক সিরাজ উদ্দিনের ছেলে জাহিদ রেজা নূর। প্রথম থেকেই তিনি কাঁদছিলেন। দর্শকদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'আমার কথা শুনতে হলে আপনাদের এভাবেই শুনতে হবে। আমার বাবা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্বাধীনতার পরে আমাদের এমন হয়েছিলো, আমরা দু'ভাই পড়াশুনা করতাম, আমাদের একটি মাত্র প্যান্ট ছিলো। দু'টো প্যান্ট কিনার সামর্থ্য ছিলো না। একটি প্যান্ট পরে ভাই বেরিয়ে গেলে আমি ঘরে বসে থাকতাম। তিনি ফিরলে আমি ঐ প্যান্ট পরে বাইরে যেতাম। আপনারা ভুলে গেলেও আমি ভুলবো কেমন করে? কেউ কেউ '৭১-এর পাকিস্তানিদের ক্ষমা করার কথা বলছেন। তারা তো ক্ষমা চায়নি। ক্ষমা হয়তো করতে পারবো। কিন্তু ভুলবে কেমন করে?' (এ কথা বলার সময়ও কাওসার চৌধুরী কাঁদছিলেন।) জাহিদের পরিবারকে ছোট করার জন্য ঘটনাটা উল্লেখ করলাম তা নয়। এ ঘটনাটা আমাকে স্ট্রাইক করে। এ রকম আরও বেশকিছু ঘটনা আছে।

২০০০ : এত সুন্দর একটি ছবি বানালেন। কিন্তু ব্যাপক দর্শকের কাছে নিয়ে যেতে পারেননি। তো বিদেশে কেমন রেসপন্স পেয়েছেন?

কাওসার চৌধুরী : প্রথম কথা হলো ছবিটি আমি বিদেশের জন্য বানাইনি। ছবি বানিয়েছি নিজের দেশের জন্য। ছবিটি করেছি নতুন প্রজন্মের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। কোনো টিভি চ্যানেল ছবিটি দেখায়নি। বিগত সরকারের সময় বিটিভিতে দেখানোর কথা ছিলো। পরে আর দেখানো হয়নি।

> মুক্তিযুদ্ধকে আমি দু'ভাবে দেখি। একটা দিক হলো মুক্তিযুদ্ধকালীন জনগণের দুর্বিষহ সময়। অন্যটিকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পেশাদার একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের স্বজনদের প্রতিরোধ। এটা আমার কাছে ভীষণ গর্বের। মুক্তিযুদ্ধ আমার কাছে বেদনা ও আনন্দের আতিশয্য। আগামীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব নিয়ে একটা ছবি বানাবো। 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' ছবিটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অংশ। ছবিটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাউকে উসকে দেবার জন্য বানাইনি। ছবিটি দেখার পর যদি কারও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণার জন্ম হয় তার জন্য আমি দায়ী নই। বরং এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তারা দায়ী

কারণটা আমি জানি না। এক সময় সরকার পরিবর্তন হলো। এই সরকারের প্রথম দিকে টিভির ডিজি ছিলো মোস্তফা কামাল সৈয়দ। এই সরকারের সময়ও ছবি জমা দিলাম। মোস্তফা কামালকে জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার? সে বললো সেটা তো এখন সম্ভব নয় যদি পরে আপনার ভাগ্য খোলে। এর মধ্যে একুশে টেলিভিশন ছবিটি প্রচার করার জন্য খুব আগ্রহ দেখায়। ২০০২ সালের ২৫ মার্চ ছবিটি দেখানোর কথা ছিলো। ছবিটি দেখে নওয়াজেশ আলী খান ছবিটির প্রশংসা করেন। সায়মন ড্রিংও ছবিটির ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন। তার লোকদের নির্দেশ দিলেন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য। পরে ইটিভিও অজ্ঞাত কারণে ছবিটি প্রচার করলো না। দেশের প্রধান অডিটোরিয়াম পাবলিক লাইব্রেরিতে দেখানোর চেষ্টা করলাম। তারা সেন্সর বোর্ডের অনুমতিপত্রসহ আরও অনেক কিছু বললো। কোনো ফোরামের মাধ্যমে যেতে বললো। এখানেও ছবিটি প্রদর্শন করতে পারলাম না। এভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানলাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে কেরালাতে। আমি অন লাইনে রেজিস্ট্রেশন করলাম। তারা আমার কাছে VHS ক্যাসেট চাইলো। পাঠালাম। তারা ছবি দেখে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালো। এটি ছিলো আন্তর্জাতিক ভিডিও ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। কেরালা গেলাম। খুব ভালো সাড়া পেলাম। কারণ কেরালা অনেক আনন্দের ছিল আমার কাছে। সেখানকার টিভি, পত্র-পত্রিকা আমার ছবি নিয়ে অনেক উচ্ছ্বসিত ছিলো। দক্ষিণ এশিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে নেপাল গেলাম। ২৩০টি ছবির মধ্যে তারা ৩টি ছবিকে পুরস্কৃত করে। এর মধ্যে আমার ছবিটা দ্বিতীয় পুরস্কার পায়। আমি ভাবিনি ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন পরিবেশে আমাদের জাতীয় ঘটনা এতটা আলোড়িত করবে।

২০০০ : ছবিটি যদি আপনাকে পুনঃনির্মাণ করতে হয়, ছবির কোন অংশ বাদ দিয়ে নতুন করে করবেন?

কাওসার চৌধুরী : আমি কখনও এই ছবিটি পুণঃনির্মাণ করবো না। করলে প্রথমেই করতাম। একটা ছবি দর্শকদের কাছে গেলে সেটাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। সব শিল্পকর্মেরই দোষত্রুটি থাকে। আমার ছবিরও আছে নিশ্চয়ই। সব মিলিয়েই সেই রাতের কথা বলতে এসেছি।

২০০০ : স্বাধীনতার এতো বছর পর আমরা মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা প্রামাণ্যচিত্র পেলাম। যা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এ ধরনের ছবি নির্মাণের প্রচুর উপকরণ দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ওপর তেমন কোনো ছবি আমরা পাচ্ছি না। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও অবশ্য একই কথা বলা যায়।

কাওসার চৌধুরী : শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা কেন, এমন একটা সেক্টরের কথা বলেন যারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছে। সদ্য স্বাধীন দেশে অনেক সমস্যা থাকে। তারপরও সে সময় ওরা ১১ জন, অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীর মতো বাণিজ্যিক ছবি হয়েছে। সেগুলো বাণিজ্যিক ছবি। প্রামাণ্যচিত্রের মতো, মুক্তিযুদ্ধের মতো বিষয় থাকতে ও হচ্ছে না কেন? সে প্রশ্ন আমারও। স্বাধীনতার এতো বছর পর যে দেশ আমরা পাই সেটাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। যদি এমন ছবি বা

অন্য কোনো শিল্পকর্ম বানাতে হলে অনেক কিছু হারাতে হতো। আমিই কি কম হারিয়েছি? ৩০ বছর পর বাংলাদেশ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? '৭১ বা '৭২-এ দেশের মধ্যে যে চেতনা ছিল সেই দেশ কি আছে? বাঙালি জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধ গড়ে উঠেছিলো, রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিলো সেটা কি আছে? পুরো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গলদ থাকলে কিভাবে ভালো ছবি বা সাহিত্য বা শিল্প তৈরি হবে?

২০০০ : আপনার ছবি যে কোনো টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়নি এর কারণ কি রাজনৈতিক? আপনার ধারণা...

কাওসার চৌধুরী : আমি জানি না। আমার মনে হয় জুজুর ভয়। আমার ছবি প্রদর্শনের আগে আমি লিফলেট ছেপেছি। লিফলেটে আমার ফোন নম্বরসহ সকল যোগাযোগের ঠিকানা ছিলো। আমি একা একা চলাফেরা করি। কেউ আমাকে টেলিফোনে হুমকি

দেয়নি। রাস্তার মাঝে কলার চেপে ধরেনি। বিটিভিতে একটা নিয়ম হয়ে গেছে এক সরকার এলে অন্য সরকারকে কনডেম করতে হয়। কেন তা আমার বোধগম্য নয়। হতে পারে পেশাগত ঈর্ষা।

২০০০ : ছবিটি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের শুরুর সময় নিয়ে তাই স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি... মানে সব জায়গায় তো এরা ক্রিয়াশীল...

কাওসার চৌধুরী : দেখেন দেশ স্বাধীনের পর জামায়াতসহ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিলো। বঙ্গবন্ধুর পুরো পরিবারকে হত্যার পর ক্ষমতায় আসেন আরেক মহান মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানও স্বাধীনতা বিরোধীদের নিষিদ্ধ রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে জিয়াউর রহমান জামায়াতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি রাজাকারদের বিপক্ষে। পক্ষে-বিপক্ষের ব্যাপার থাকবেই। কারণ উভয় পক্ষই জীবিত। নতুন প্রজেন্মর সামনে এই বিতর্ক নিয়ে যেতে পারলে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিরই সুবিধা। আমাদের জাতীয় ঐক্যকে ভেঙে দিয়েছে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির মধ্যে বিরোধ তৈরি করে রেখেছে তারাই। বিরোধটা কোথায়? জাতির পিতা আর স্বাধীনতার ঘোষকের প্রশ্নে। জাতির পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করে কে? জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে। এটাও সত্য। কিন্তু এই নিয়ে বিরোধ হলে লাভ কাদের? এ পর্যন্ত স্বাধীনতার পক্ষের যতগুলো খুনোখুনি হয়েছে বিপক্ষের শক্তির মধ্যে কি এমন একটা ঘটনাও ঘটেছে? কারা এই বিরোধ জিইয়ে রেখেছে? আমি বলছি না আওয়ামী লীগ বিএনপি এক হয়ে যাবে। কিন্তু জাতীয় ঐক্য তো মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে ধরে যেতো।

২০০০ : আপনার ছবিতে অনেকগুলো চরিত্র এসেছে। যারা ইতিহাসের জীবিত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনেক দায়িত্ব ছিলো। শুধু ছবির চরিত্র নয়, এমন অসংখ্য মানুষ জীবিত আছেন। যাদেরকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে... আপনার কি মনে হয়?

কাওসার চৌধুরী : এসব পরিবারকে পেট্রোনাইজ করার জন্য অনেক অনেক কমিটি হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য ট্রাস্ট হয়েছে। তারপরও এই পরিবারের মানুষগুলোকে ভালোভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয় না কেন? তাদের দিন অনাদরে আর অবহেলায় কাটে। যদিও তারা বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমি বলবো সদিচ্ছার অভাব। দেশে এতোগুলো সরকার এসেছে, একেক সরকার এসব পরিবারগুলোকে একেকভাবে মূল্যায়ন করেছে। আমি যখন ছাত্র তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজের বাসায় চুরি হয়। তো যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাসায় চুরি হয়, যে দেশের দু'জন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নিজের নিরাপত্তা প্রহরীদের দ্বারা খুন হয়, যে দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জীবন বাঁচানোর জন্য থানায় ডায়েরি করে সে দেশে কি আশা করেন? তো এই সব পরিবার তাদের স্বজনদের হারিয়ে কষ্টে জীবন যাপন করছেন। তাদের সেই কষ্ট নিয়েই মরতে হবে।

২০০০ : দেশে এখন অনেক বেশি দলীয়করণের ঘটনা ঘটছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এমন হচ্ছে। তো আপনার কি মনে হয় না এর বাজে প্রভাব চলচ্চিত্রসহ সব ক্ষেত্রেই পড়ছে?

কাওসার চৌধুরী : আমার পরবর্তী ছবি রাজনীতি নিয়ে। রাজনীতির বিশ্বায়নের ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। বাজেট করতে হলে আমাদের বিশ্ব সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমরা আমাদের মাটি কিভাবে কর্ষণ করবো তাও তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয়। হ্যাঁ এ কথা সত্য যে দলীয়করণ খুব খারাপ। এই রাজনীতি ক্রিয়াশীল। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে তাই বলে তারা দোষ করলে বলবো না এমন নয়। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যদি নিজেদের গুণকীর্তন করতে ফিল্ম বানাতে চায় তবে দলীয় ব্যানারে বানাতে হবে। স্বাধীন নির্মাতাদের নির্দলীয় হতে হবে। বিটিভিতে কালো তালিকাভুক্তির মতো কথা আমরা পত্রিকায় দেখেছি। এগুলোকে আমি ধিক জানাই। এটা চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। হ্যাঁ দলীয়করণের ফলে মেধাবীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। আমার কথা হলো, মেধার সঙ্গে সাহস আর ত্যাগ করার মনোবৃত্তি না থাকলে সেই মেধা মূল্যহীন। কারণ বাধা থেকেই তো সৃষ্টি হয়।

২০০০ : 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' আপনি আমাদের অতীত না ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত করেছেন?

কাওসার চৌধুরী : আমি অতীতের কথা বলতে এসেছি। নাজিয়া জাবিন যখন তার সন্তানকে সেই রাতের কথা বলতে আসেন তখন তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের অতীত ঐতিহ্য আর বেদনাদায়ক ঘটনাগুলোকেই মনে করিয়ে দেন। অতীতের কথা বলতে হয় ভবিষ্যতের পথ নির্মাণের জন্যই। ২৫ মার্চের ঘটনা দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন শিক্ষা নেয়, সামনে আগায় এটাই আমার চাওয়া। সংস্কৃতি আর শিল্পের কোনো শেষ হয় না। এক প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাসের প্রদীপ তুলে দেয় এটাই নিয়ম। সংস্কৃতি হলো সময়ের কোলে ঐতিহ্যের নবায়ন।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

> প্রথম কথা হলো ছবিটি আমি বিদেশের জন্য বানাইনি। ছবি বানিয়েছি নিজের দেশের জন্য। ছবিটি করেছি নতুন প্রজন্মের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। কোনো টিভি চ্যানেল ছবিটি দেখায়নি। বিগত সরকারের সময় বিটিভিতে দেখানোর কথা ছিলো। পরে আর দেখানো হয়নি। কারণটা আমি জানি না। এক সময় সরকার পরিবর্তন হলো। এই সরকারের প্রথম দিকে টিভির ডিজি ছিলো মোস্তফা কামাল সৈয়দ। এই সরকারের সময়ও ছবি জমা দিলাম। মোস্তফা কামালকে জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার? সে বললো সেটা তো এখন সম্ভব নয় যদি পরে আপনার ভাগ্য খোলে